পনের কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন

যায়যায়দিন

তারিখ ০৭/০৫/০৮

বেকার সমস্যা, রাজস্ব নীতি ও বাণিজ্য ঘাটতি

ড. এম. আজিজুর রহমান

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা দূরীকরণে সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করলে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়, উৎপাদন এবং প্রবৃদ্ধি কিছুটা হলেও বাড়বে এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেশি ও বিদেশি দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদা দুটোই বেড়ে যায়। বিদেশি দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়লে দেশের আমদানি ও বাণিজ্য ঘাটতি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। আবার সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সরকার যখন বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি করে এবং বাড়তি বিনিয়োগ ও কেনাটাকার মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে তখন দেশের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটে। তাতে বিদেশিরা বেশি দামে আমাদের দ্রব্যসামগ্রী কিনতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতার আসন নিম্নমুখী হয়। অর্থাৎ সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি ও মুদ্রাস্ফীতির ফলেও বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

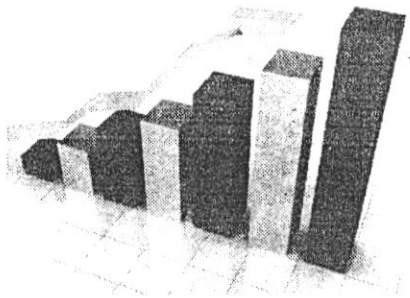

সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতির কারণে বেকার সমস্যা হ্রাস পায় কিন্তু বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যায়। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যা এ দ্বিমুখী জটিল সমস্যামূলক পরিবেশে আমরা আদৌ সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে পারি কি না?

বেকার সমস্যা একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা। দেশের জনগণ, দেশ ও সরকার সরাসরি বেকার সমস্যার মুখোমুখি হয়। বাণিজ্য ঘাটতি যে কোনো দেশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমস্যা যা অস্থায়ীভাবে যে কোনো দেশ গ্রহণ করে এবং উন্নয়নের সঙ্গে ধীরে ধীরে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার চেষ্টা করে। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যা আমাদের অর্থনীতিতে বর্তমানে দুটি বড় ধরনের সমস্যা। এ বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতির জটিল পরিস্থিতিতে অস্থায়ী ও আংশিকভাবে এবং সীমিত আকারে কিছুটা হলেও উন্মুক্ত বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

অস্থায়ীভাবে হলেও বাণিজ্য ঘাটতির সমস্যা গ্রহণ করে সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূরীকরণে জোর প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি বিকল্প পদক্ষেপ অনুসরণ করা যেতে পারে। এ জন্য নিয়ন্ত্রিত মজুরি নীতি ও আয় নীতি এবং নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য পন্থা অনুসরণ করা দরকার। তার আগে চেষ্টা করতে হবে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে উৎপাদন খরচ ও উৎপাদন খরচের উর্ধ্বগতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা।

বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে। দেশের বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতি দুটো সমস্যাই বর্তমানে প্রকট। এ মুহূর্তে কোন ধরনের অর্থনৈতিক নীতির কথা ভাবা প্রয়োজন? সরকার ও সমাজের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যইবা কি?

আমরা যদি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে সঙ্কুচিত রাজস্ব নীতি গ্রহণ করি এবং সরকারের বাজেট ঘাটতি হ্রাস করি তাতে বেকার সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। ফলে দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সেই সঙ্গে বিদেশি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা সবকিছুই কমবে। দেশের আমদানি ও বাণিজ্য ঘাটতি দুটোই কমবে। দেশের আয় উন্নতি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে দেশীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতি প্রতিরোধ হবে, যা মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধে খুবই সহায়ক। আন্তর্জাতিক বাজার প্রতিযোগিতায় আমাদের আসন কিছুটা হলেও ওপরে উঠবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসবে। তাহলে দেখা যায়, সরকারি বাজেট ঘাটতি কমালে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি কমে এবং সামগ্রিকভাবে এটা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সহায়ক। কিন্তু তাতে বেকার সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করবে এবং সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম আরো সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়বে। কোনো দেশ, সমাজ ও সরকার এমন সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চায় না।

দেশের এ সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে আমরা বাজেট ঘাটতি কমিয়ে বা সঙ্কুচিত রাজস্ব নীতি স্বরূপ কোনো অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের কথা ভাবতে পারি না। তাই বাণিজ্য ঘাটতির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা জেনেও দেশের আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বাড়িয়ে বেকার সমস্যা দূরীকরণে সরকারের বাজেট ঘাটতি প্রয়োজনে আরো বাড়িয়ে দিয়ে সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতির পথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়।

ভাইস-চ্যান্সেলর
উত্তরা ইউনিভার্সিটি

সংশোধন

৭ মে ২০০৮ বুধবার যায়যায়দিনের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল ২০০৮-এর ৬ জুন যায়যায়দিন দুই বছরে পদার্পণ করবে। প্রকৃতপক্ষে ২০০৮-এর ৬ জুন যায়যায়দিন দুই বছর পেরিয়ে তিন বছরে পদার্পণ করবে। তথ্যগত এ ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।